দৈনিক ইনকিলাব

072

তারিখ 11 MAY 1987
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ১

২৭শে বৈশাখ ১৩৯৪

উপজেলা পরিক্রমা

শিবালয়

মানিকগঞ্জ, ৯ মে (সংবাদদাতা)।— মানিকগঞ্জ জেলার পশ্চিমে যমুনা নদীর পাড়ে অবস্থিত শিবালয় উপজেলা। দেশের ৪৬০ টি উপজেলার মধ্যে এটি অন্যতম। ৬৬ বর্গমাইল এলাকায় লোকসংখ্যা ১,১৯,৪৯৪ জন। এর মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ৬২,০৬৫ জন এবং মহিলা ৫৭,৪২৯ জন। উপজেলায় ৭টি ইউনিয়ন পরিষদের মোট ২৫০টি গ্রাম রয়েছে।

স্বাস্থ্য

উপজেলায় ৩১ শয্যা বিশিষ্ট একটি স্বাস্থ্য প্রকল্প, ২টি সাবসেন্টার, ১টি পরিবার পরিকল্পনা উপকেন্দর, ২টি দাতব্য চিকিৎসালয় ও ২টি পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক রয়েছে। স্বাস্থ্য প্রকল্প নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত। স্বাস্থ্য প্রকল্পে প্রয়োজনীয় ওষুধ সরবরাহ খুবই কম। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চিকিৎসকদের ব্যবস্থাপত্র নিয়ে বাইরে থেকে ওষুধ কিনতে হয়। এই প্রকল্পে একটি এক্স-রে মেশিন একবছর যাবত স্থাপন করা হলেও অপারেটরের অভাবে এখনও চালু হয়নি।

শিক্ষা

শিবালয় উপজেলায় শিক্ষার হার ১৯.২৮%। এখানে ১টি কলেজ, ১২টি হাইস্কুল, ১টি গালর্স হাইস্কুল, ৫০টি সরকারী প্রাইমারী স্কুল, ১০টি বেসরকারী প্রাইমারী স্কু, ৪৭টি ফোরকানিয়া মাদ্রাসা, ১০৮টি মসজিদ ও ৯০টি মন্দির রয়েছে। উপজেলার একমাত্র কলেজটিতে ছাত্রদের ক্লাস করার মত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেই। অর্থাভাবে কলেজটির আসাবাবপত্র, কমনরুম, খেলাধুলার সরঞ্জাম ও বিজ্ঞান বিভাগের প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের ব্যবস্থা হচ্ছে না। হাইস্কুলগুলোতে শিক্ষক ও ছাত্ররা নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত। এখানে কোন কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নেই।

যোগাযোগ

রাজধানীর সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রে ঢাকা-আরিচা রোড উল্লেখযোগ্য। এ উপজেলায় পাকা রাস্তা ৭ মাইল ও কাঁচা রাস্তা ৭৬ মাইল। উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ স্থান নদীবন্দর আরিচা ঘাট। উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণাঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যম পদ্মা-যমুনার ফেরী ও নৌকা। ৭টি ইউনিয়নের সঙ্গে যোগাযোগ হয় শুধু কাঁচা রাস্তায়। একটু বৃষ্টি হলেই আরুয়া, তেওতা ও শিমুলিয়া, ইউনিয়নের জনগণের দুর্ভোগের সীমা থাকে না।

কৃষি

শিবালয় উপজেলায় কৃষি পরিবারের সংখ্যা ১৬,৭৮৪টি। মোট জমির পরিমাণ ৪৯,২৮০ একর। আবাদী জমি ৩১,০৫০ একর, আবাদযোগ্য পতিত জমি ৭৮০ একর। প্রতি বছর কীট-পতঙ্গের আক্রমণে, কীটনাশক সংকটে শস্য উৎপাদনে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। উপজেলায় খাদ্য উৎপাদন হয় ৪,৪০,৫৪০ মণ আর খাদ্য ঘাটতি ৮৬,১১৯ মণ। জাঁকজমকপূর্ণভাবে কাশাদহ খাল ও ইছামতি নদী খনন করা হয়েছিল এবং কাশাদহ হতে নয়াকান্দি পর্যন্ত তখন ২০০টি বিদ্যুতের খুঁটি বসান হলেও অদ্যাবধি অজ্ঞাত কারণে তার সংযোগ না দেয়ায় ইরি উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে না। তাছাড়া, পদ্মা-যমুনা বাঁধ ভাঙ্গন জনিত কারণে বন্যায় ফসল ডুবে যায়। এ উপজেলায় তরিতরকারী প্রচুর জন্মে।

হাট-বাজার

উপজেলায় হাট-বাজার মোট ১৮টি, ডাকঘর ১৬টি, তহসিল-কাছারী ৩টি। হাট-বাজারগুলো সংস্কার ও সম্প্রসারণ না করার ফলে বর্ষা মওসুমে সীমাহীন দুর্ভোগ পোহাতে হয়। শিবালয় বাজার, মালুচা ও জাফরগঞ্জ হাটে ড্রেন ও পায়খানা না থাকায় জনসাধারণের খুব কষ্ট করতে হয়।